এক নজরে হজ্জের দিনসমূহ

হজ্ব ৩ প্রকারঃ ১) হজ্বে কিরান ২) হজ্বে তামাত্তু ৩) হজ্বে ইফরাদ। তন্মধ্যে হজ্বে তামাত্তু বাংলাদেশী হাজীদের জন্য আদায় করা সহজ।

হজ্বে তামাত্তু ঃ তামাত্তু হজ্ব করতে ইচ্ছা করলে বাংলাদেশীদের জন্য ঢাকা এয়ারপোর্ট অথবা নিজ বাসা থেকে ইহরাম বেধে মক্কা শরীফ পৌছে সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে ২ রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামাজ পড়তে হবে। এরপর সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানো বা সায়ী করা। তারপর মাথা মুন্ডাবে অথবা ছাটবে এবং হালাল হবে।

হজ্বের ফরজ ৩টি ঃ ১. ইহরাম বেধে তালবিয়া পাঠ করা ২. আরাফাহর ময়দানে অবস্থান করা ৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

হজ্বের ওয়াজিব ৬টি ঃ ১. মুজদালিফায় অবস্থান করা ২. কংকর নিক্ষেপ করা ৩. কুরবানী করা ৪. মাথা মুন্ডানো বা মাথার চুলের এক চতুর্থাংশে কর্তন করা ৫. সাঈ করা ৬. বিদায়ী তাওয়াফ করা।

১ম দিন ৮ জিলহজ্ব

ইহরাম বাধা ফরজ। ইহরাম বাধা অবস্থায় মিনায় অবস্থান করবেন এবং সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন। যোহর, আছর, মাগরিব, এশা, ফজর, ৯ই জিলহজ্ব ফজরের নামাজ শেষে প্রথমে তাকবীরে তাশরীক অতঃপর তালবিয়া পাঠ করতে হবে এবং রাত্রি মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

২য় দিন ৯ই জিলহজ্ব

৯ই জিলহজ্ব ফজরের নামাজ পড়ে মিনা হতে আরাফাতে যাবেন। যে সকল হাজীগণের মসজিদে নামিরার জামাতের সাথে সংযোগ থাকবে তারা যোহর এবং আছর এক আযান দুই একামাতের সাথে দুই ওয়াক্ত নামাজ একই সাথে আদায় করবেন। হাজীগণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরজ। আরাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকতে হবে। এটা ওয়াজিব নতুবা দম দিতে হবে। আরাফাতের ময়দানে এবাদত, যিকির-আযকারে নিমগ্ন থাকতে হবে। যেহেতু আরাফাতের ময়দানে এবাদত কবুলের স্থান, সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দান ত্যাগ করতে হবে। কোনক্রমেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা যাবে না এবং রাত্রে মুযদালিফায় মাগরীব ও এশার নামাজ একত্রে এক আযান দুই একামাতে আদায় করতে হবে এবং সমস্ত রাত অবস্থান করতে হবে। অবস্থানরত অবস্থায় ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে হবে। মিনায় জামারত (পাথর) নিক্ষেপ করার জন্য ৭০ (সত্তর)টি কঙ্কর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করবেন। মুযদালিফায় ফজরের নামাজ আদায় করে পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে যাওয়ার পর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

৩য় দিন ১০ই জিলহজ্ব

মিনায় পৌছে ঐ দিন প্রধানত ৪টি কাজ করতে হবে।

১ম কাজঃ দুপুরের পূর্বে জামরায় আকবার (বড় শয়তান) ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব।

২য় কাজঃ কিরান ও তামাত্তু হজ্ব পালনকারীদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব।

৩য় কাজঃ মাথা মুন্ডানো বা সমস্ত চুলের এক চতুর্থাংশ ছেটে ফেলা ওয়াজিব।

৪র্থ কাজঃ মক্কা শরীফ গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা ফরজ। ১০ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত করা যাবে। বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন হলে হাজীগণ প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। তাই ইহরামের পোষাক ছেড়ে সাধারণ পোষাক পরিধান করতে পারবেন। সব শেষে মিনায় ফিরে এসে রাত্রি যাপন করা সুন্নাত।

৪র্থ দিন ১১ই জিলহজ্ব

দুপুরের পর প্রথমে যামরায়ে ছুগরা (ছোট শয়তান) তারপর যামরায়ে ওসতা (মেজ শয়তান) এবং তারপর যামরায়ে আকাবা (বড় শয়তানকে ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে এবং এ কাজগুলো ওয়াজিব।

৫ম দিন ১২ই জিলহজ্ব

ঠিক ১১ই জিলহজ্বের মত ১২ই জিলহজ্ব পর পর তিনটি জামরাতে ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে এবং এটি পালন করা ওয়াজিব। ১১ তারিখ পর্যন্ত কোরবানী এবং তাওয়াফে যিয়ারত না করে থাকলে ১২ তারিখই সেরে নিতে হবে এবং ১২ জিলহজ্ব মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে পারবেন।

১৩ই জিলহজ্বঃ যদি মিনার সীমানাতেই সুবহে সাদিক হয়ে যায় তবে ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করে মক্কায় ফিরে আসবেন।

তাওয়াফে বিদা

মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। এতে এজতেবা, রমল ও সায়ী নেই। মাক্বামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে বাইতুল্লাহর যে কোন পাশে দুই রাকাত নামাজ পড়ে (মুলতাযিম) কাবা ঘরের দরজার কাছে গিয়ে অন্তরের অন্তস্থল থেকে নিজের পিতা-মাতা ও নিজ পরিবার পরিজনের জন্য ও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দু'আ করুন এবং বিয়োগ-বিরহের বেদনা নিয়ে কাবা ঘর থেকে বিদায় নিন।

ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

সুগন্ধি জাতীয় জিনিষ খাওয়া। ■ সুগন্ধযুক্ত তৈল বা সাবান ব্যবহার করা। ■ পুরুষদের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা। ■ স্ত্রী সহবাস করা। ■ পুরুষের মাথা ও পা আবৃত রাখা। ■ যৌন উত্তেজনমূলক আলাপ আলোচনা করা। ■ হাত ও পায়ের নখ কাটা। ■ পশু পাখি শিকার করা বা শিকারে সাহায্য করা। ■ মাথা বা শরীর হতে উকুন অপসারণ করা বা মেরে ফেলা। ■ হারামের এলাকায় গাছপালা বা ঘাস কাটা। শরীরের যে কোন অঙ্গের চুল কাটা, ছেঁড়া বা পরিষ্কার করা।

যাদের তত্ত্বাবধানে হজ্জ পরিচালিত হচ্ছে

আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ জায়েদ	01915-609766
আলহাজ্জ মাওলানা ইসরাফিল আলম	01715-675246
আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা ওমর ফারুক	01914-071460
আলহাজ্জ মুফতী মিজানুর রহমান নদভী	01816-946368
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ রাজিউল ওয়াদুদ	01842-630895
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ এহসানুল হক	01819-184445
হাফেজ মুফতী যোবায়ের আহমেদ	01915-334154
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম	01686-721062
আলহাজ্জ মো: আব্দুর রব প্রধান	01611-046464
আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমেদ	01852-740588
মাওলানা মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ	01715-675264
মুফতী মুহা. নুরুল্লাহ মিসবাহ	01736-907017
আলহাজ্জ মুহা. মাহবুবুর রহমান	01819-431362
হাফেজ মুহাম্মাদ হারুন	01721-810984

হজ্জ ও ওমরাহ

হজ্জ প্যাকেজ ২০২২

বুকিং চলছে

লাব্বাইক আল্লহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা
লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক্

সালমান হজ্জ গ্রুপ

[রঙ্গন এয়ার সার্ভিসেস-৩১২]

কর্পোরেট অফিস: এম রহমান প্লাজা (৩য় তলা), ১/২৪/সি/৩
দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা। ফোন: ০২-৭২৭৩৪৬৯
ওয়েব সাইট : www.salmangroupltd.com

ভোলা অফিস: আমেনা সুপার মার্কেট (২য় তলা), সদর রোড
বাংলাবাজার, ভোলা। মোবাইল : ০১৭৪২-৯৫৭০৭০
ই-মেইল : mizan.ranganair312@gmail.com

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

আলহাজ্জ সি.এস.এম মিজানুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
01711-222010, 00966-571361303 (KSA)

ভূমিকা

সম্মানিত হজ্বযাত্রীগণ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরূদ ও সালাম জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. এর প্রতি। হজ্ব সামর্থবান ব্যক্তিদের জন্য জীবনে একবার ফরজ ইবাদত। ইসলামী শরীয়তের অপরাপর ইবাদতের সাথে এ ইবাদতের পার্থক্য হলো-আল্লাহ পাকের দেয়া ধন-সম্পদের কিছু অংশ ও হায়াতের কিছু সময় ব্যয় করে এ ইবাদত সম্পন্ন করতে হয়। হজ্ব ফরজ হওয়ার পরে বিভিন্ন অজুহাত যেমন- বয়স হয়নি, পিতা-মাতা এখনও জীবিত তারা হজ্ব করেনি, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-শাদী বাকী, চাকরির মেয়াদ শেষ হয়নি ইত্যাদির বাহানা দেখিয়ে হজ্ব আদায়ে বিলম্ব করা মোটেই উচিৎ নয়। কারণ জীবন ও শক্তি সামর্থের কোন ভরসা নেই।

রাসূল সা. এরশাদ করেন- হজ্ব ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি যদি অনিবার্য প্রয়োজন অথবা অত্যাচারী শাসক কিংবা কঠিন রোগ ব্যতিত হজ্ব পালন হতে বিরত থাকে, আর এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার মৃত্যু যেনো ইয়াহুদী-নাসারার মৃত্যু। (দারেমী)

সুতরাং হজ্ব ফরজ হওয়ার পরে অলসতা করলে পরবর্তীতে যদি ঐ ব্যক্তি গরীব কিংবা শক্তিহীন হয়ে যান তারপরেও ঐ ফরজ তার জিম্মায় থেকে যাবে, মাফ হবে না। যে কোনো উপায়ে তাকে হজ্ব আদায় করতে হবে বা মৃত্যুর পর বদলী হজ্বের অসিয়ত করে যেতে হবে।

হাজী সাহেবগণ আল্লাহর মেহমান। আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মেহমানদারিত্ব গ্রহণ করা বড়ই নিয়ামতের বিষয়। এ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে হলে সর্বপ্রথম খাছ নিয়ত এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা একান্ত প্রয়োজন। রাসূল সা. এরশাদ করেন- মাকবুল হজ্বের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। (বুখারী)

এমন মহৎ ইবাদতের গুরুত্ব অনেক সম্পদশালী ব্যক্তিদের অন্তরে অনুভূত হয় না। পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ আমাদের বাংলাদেশে অসংখ্য মুসলমানের মাঝে হজ্ব পালন করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।

তারপরও আমাদের দেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় লক্ষাধিক হজ্বযাত্রী হজ্ব পালনের জন্য গিয়ে থাকেন। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, হজ্ব পালনকারীরা হজ্বের সফরের জন্য আল্লাহভীতি ও মাস'আলা-মাসাঈল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সঙ্গী না হওয়ায় বিড়ম্বনার শিকার হয়ে থাকেন।

এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রেখে আল্লাহর মেহমানদের সাধ্যানুযায়ী সর্বোত্তম সেবা ও হজ্ব পালনে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের প্রত্যয় নিয়ে বহুবার হজ্ব পালনকারী দক্ষ ও তাক্বওয়াবান আলেমদের সমন্বয়ে **"সালমান হজ্ব গ্রুপ"** ও **"রঙ্গন এয়ার সার্ভিসেস"** কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

হজ্বের সফরে যা কিছু নিতে হবে

- পুরুষদের জন্য দুই সেট ইহরামের সাদা কাপড় প্রতিটি তিন গজ করে।
- স্পঞ্জের সেন্ডেল (ফিতা যুক্ত) ২ জোড়া।
- কোমরে বাধার বেল্ট, সেন্ডেল রাখার জন্য কাপড়ের ব্যাগ, বিছানার চাদর, হাওয়ার বালিশ, গায়ে দেয়ার চাদর/শাল, গ্লাস ও প্লেট।
- কমপক্ষে একমাস ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় লুঙ্গি, জামা, পায়জামা, গেঞ্জী, টুপি, গামছা, জুতা, মোজা ইত্যাদি।
- প্রয়োজনমত মেছওয়াক, ব্রাশ, পেষ্ট, টয়লেট পেপার, তেল সাবান, দাঁতের খিলাল, ব্লেড, রেজার ইত্যাদি।
- ব্যক্তিগত খরচ ও কুরবানীর জন্য প্রয়োজনীয় সৌদি রিয়াল।
- পাসপোর্ট, বিমান টিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রয়োজনীয় মালামাল রাখার জন্য ছোট ব্যাগ ১টি।
- নিজ মালামাল হেফাজতের জন্য বড় ব্যাগ বা লাগেজ ১টি।
- নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধসহ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধসমূহ।
- মহিলাদের জন্য সালোয়ার, কামিজ ও বোরকা ইত্যাদি সাধারণ পোষাক।
- মহিলাদের প্রয়োজনীয় ওড়না, শাড়ি, বোরকা, নেকাব স্যান্ডেল ইত্যাদি।

আমাদের সেবাসমূহ

- ভিসা ও বিমানের টিকেটসহ হজ্বের যাবতীয় ব্যবস্থা করা।
- সঠিকভাবে হজ্ব আদায়ে হজ্বের সফরে রওয়ানা করার পূর্বে একাধিকবার হাতে কলমে হজ্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালীন প্রতিদিন হজ্ব প্রশিক্ষণ দ্বীনি তালিমের ব্যবস্থা।
- দৈনিক দুইবেলা রুচিসম্মত দেশীয় খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা।
- বহুবার হজ্ব পালনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুয়াল্লিমের তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে হজ্ব আদায়ের নিশ্চয়তা।
- মক্কা-মদীনার বরকতময় বিশেষ স্থানগুলো জিয়ারতের ব্যবস্থা।
- বয়স্ক ও দুর্বল হজ্বযাত্রীদের তাওয়াফ, সা'ঈ ও কঙ্কর নিক্ষেপে সহযোগিতা করা।
- হজ্বযাত্রীদের আপদকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- উপযুক্ত আলেমে দ্বীন দ্বারা বদলী হজ্ব সম্পাদনের ব্যবস্থা করা।

হজ্ব যাত্রীদের করণীয়

- পাসপোর্টসহ নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে আমাদের অফিসে জমা দিতে হবে।
- ১২ কপি পাসপোর্ট ৮ কপি স্ট্যাম্প সাইজ রঙ্গিন ছবি দিতে হবে।
- যাত্রীকে নিজ দায়িত্বে নিজ জেলার সিভিল সার্জন অফিস থেকে টিকা নিতে হবে।
- মহিলা হজ্বযাত্রীর ক্ষেত্রে তার সাথে অবশ্যই একজন মাহ্‌রাম পুরুষ হজ্বে যেতে হবে।
- হজ্ব যাত্রীর নিজস্ব ভুল অথবা অবহেলার কারণে যদি সে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকবে না।

সম্মানিত হাজীদের জন্য আমাদের ৪টি প্যাকেজ

ভিআইপি প্যাকেজ-১ (স্থায়ী)

১২,৫০,০০০/- (বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র

মক্কা ও মদীনায় ০-১০০ মিটারের মধ্যে ৫ স্টার হোটেলে ৩-৪ জনের একরুমে অবস্থান। দুপুরে ও রাতে দেশীয় উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা, প্যাকেজ টাইম ২০-২৫ দিন।

প্যাকেজ-VIP-2

৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা মাত্র [কুরবানী ছাড়া]

আবাসন ব্যবস্থা : মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারাহ হারাম শরীফের ০-১০০ মিটারের মধ্যে ৪স্টার/৫স্টার মানের হোটেল ব্যবস্থা থাকবে (মক্কার বাড়ী পরিবর্তন হবে)
খাবারের ব্যবস্থা : দুপুর ও রাত্রে দেশীয় উন্নতমানের রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।
রুম সুবিধাসমূহ : প্রতি রুমে ৩ থেকে ৪টি করে বেড ও সংযুক্ত/এটাচ বাথরুমের ব্যবস্থা থাকবে।

প্যাকেজ-A

৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ হাজার) টাকা মাত্র [কুরবানী ছাড়া]

আবাসন ব্যবস্থা : মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারাহ হারাম শরীফের ৫০০-৭০০ মিটারের মধ্যে ৩স্টার মানের স্থায়ী হোটেল (এসি ও লিফটসহ) ব্যবস্থা থাকবে।
খাবারের ব্যবস্থা : দুপুর ও রাত্রে দেশীয় উন্নতমানের রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।
রুম সুবিধাসমূহ : প্রতি রুমে ৪ থেকে ৫টি করে বেড ও সংযুক্ত/এটাচ বাথরুমের ব্যবস্থা থাকবে।

প্যাকেজ-B

৫,৩০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র [কুরবানী ছাড়া]

আবাসন ব্যবস্থা : মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারাহ হারাম শরীফের ৭০০-১০০০ মিটারের মধ্যে ২স্টার মানের স্থায়ী হোটেল/বাসা (এসি ও লিফটসহ) ব্যবস্থা থাকবে।
খাবারের ব্যবস্থা : দুপুর ও রাত্রে দেশীয় উন্নতমানের রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।
রুম সুবিধাসমূহ : প্রতি রুমে ৫ থেকে ৬টি করে বেড ও সংযুক্ত/এটাচ বাথরুমের ব্যবস্থা থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : *কুরবানী (দমে শুকুর) ও সকালের নাস্তা কোন প্যাকেজ মূল্যের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে নাস্তা ও কুরবানীর ব্যাপারে এজেন্সির সার্বিক সহযোগিতা থাকবে, ইনশা আল্লাহ।*

আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নাম্বারসমূহ

সালমান হজ্ব গ্রুপ
চলতি হিসাব নং-০৫৯১০২০০০৯৪৭৮
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, মান্ডা শাখা, ঢাকা

সালমান হজ্ব গ্রুপ
এসএনডি হিসাব নং-৩০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ভোলা শাখা

সালমান হজ্ব গ্রুপ
চলতি হিসাব নং- ২০০৪১১১০০০০০২৪১
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, বাংলাবাজার শাখা, ভোলা

সালমান হজ্ব গ্রুপ
চলতি হিসাব নং-৯৯০১০৮০১৮৭৯৩৯
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, বাংলাবাজার শাখা, ভোলা